গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
বিএসইসি অধিশাখা
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
www.moind.gov.bd

নং-৩৬.০০.০০০০.০৯২.২২.০৪৩.২২.৫৭ তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪৩২
১২ মে ২০২৫

বিষয়: বিএসইসি টংগীস্থ "রাসায়নিক গুদামে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং ভাড়া নীতিমালা-২০২৫" (সংশোধিত) অনুমোদন প্রসংগে।

সূত্র: বিএসইসি'র পত্র নম্বর: ৩৬.৯৩.০০০০.০২৬.১৪.০০৩.২১.২৩, তারিখ: ২১.০৪.২০২৫ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)'র "রাসায়নিক গুদামে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং ভাড়া নীতিমালা-২০২৫" শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: অনুমোদিত নীতিমালার কপি ১৪ (চৌদ্দ পাতা)।

১২/০৫/২৫

(রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস)
উপসচিব
০২-২২৩৩৮২৫৫৬
dsbsec@moind.gov.bd

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)
কাওরান বাজার, ঢাকা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। উপদেষ্টার একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা, (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য);
২। সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৩। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশন অনুবিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, [অতিরিক্ত সচিব (রা.ক) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]; এবং
৪। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএসএফআইসি ও বিএসইসি, শিল্প মন্ত্রণালয়, [যুগ্মসচিব (বিএসএফআইসি ও বিএসইসি) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।

বিএসইসি
চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর
ক্রমিক নং ৫২
তারিখ ২৯/৫/২৫
পরিচালক (অর্থ)
পরিচালক (পরিঃ ও উঃ)
পরিচালক (বানিজ্য)
পরিচালক (উৎঃ ও প্রঃ)
সচিব
সিপিও
সিএ
চিফ অডিটর
এম আই এস এন্ড আইসিটি

বিএসইসি
পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল) শাখা
ক্রমিক নং ৪৩
তারিখ ২৯/৫/২৫
সচিব
সিপিও
হিসাব নিয়ন্ত্রক
নির্মাণ বিভাগ
মহাব্যবস্থাপক (ইস্পাত ও প্রঃ বিঃ)
মহাব্যবস্থাপক (পরিঃ ও গবেঃ)
স্বাক্ষর

সচিব মহোদয়ের কার্যালয়
বিএসইসি, ঢাকা।
ক্রমিক নং MAY 2025

বিএসইসি

‘রাসায়নিক গুদামে রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং ভাড়া প্রদান

নীতিমালা-২০২৫’

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ

কাওরানবাজার, বিএসইসি ভবন, ঢাকা-১২১৫

Table of Contents (সূচিপত্র)

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ভূমিকা	২
০২	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ	২
০৩	সংজ্ঞা	৩
০৪	নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য	৪
০৫	রাসায়নিক গুদামসমূহ ব্যবহার ও নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাসকরণ সংক্রান্ত	৫
০৬	নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা ঝুঁকি হ্রাসে করণীয়	৫
০৭	বিস্ফোরণজনিত ও অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক করণীয়	৫
০৮	রাসায়নিক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারীর করণীয়	৬
০৯	রাসায়নিক সংরক্ষণের সর্তকতা	৬
১০	লেবেলিং	৭
১১	সতর্কতা	৮
১২	গুদাম ও গুদাম এলাকায় রাসায়নিক পদার্থ লিফটিং ও হ্যান্ডলিং বিষয়ে করণীয়	৮
১৩	রাসায়নিক গুদাম ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	১০
১৪	ভাড়া প্রদান প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা	১০
১৫	ভাড়ার হার ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ এবং ভাড়া গ্রহণকারী নির্বাচন	১১
১৬	চুক্তি স্বাক্ষর ও চুক্তির মেয়াদ ইত্যাদি	১৩
১৭	ভাড়া ও অন্যান্য বিল পরিশোধ সংক্রান্ত	১৩
১৮	ভাড়া চুক্তি বাতিল	১৪
১৯	পরিশিষ্ট- ১ : রাসায়নিক গুদাম এবং অফিস কক্ষ ভাড়া চুক্তিনামা/ভাড়া নবায়ন চুক্তিনামা	১৬
২০	পরিশিষ্ট-২: ভাড়ার আবেদন ফরম	২৩
২১	পরিশিষ্ট-৩: গুদামসমূহ ভাড়া প্রদানের জন্য নির্ধারিত এরিয়া	২৫

'রাসায়নিক গুদামে রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং ভাড়া প্রদান নীতিমালা-২০২৫'

১। ভূমিকাঃ

দেশের শিল্প কারখানায় বিভিন্ন কাঁচামাল হিসেবে, কৃষিকাজে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক উৎপাদনে, ল্যাবরেটরিতে গবেষণা ও বিভিন্ন গৃহস্থালী কাজে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনো কোনো রাসায়নিক পদার্থ উচ্চ বিস্ফোরণ ক্ষমতা ও ঝুঁকি বহন করে।

রাসায়নিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় দেশে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসারে যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে গুদামে রাসায়নিক পদার্থের নিরাপদ মজুদ, সংরক্ষণ, হ্যান্ডলিং এবং ব্যবহার করা না হলে যেকোন সময় বিস্ফোরণ এবং অগ্নিকান্ডসহ রাসায়নিক বিক্রিয়া (Action) বা প্রতিক্রিয়ায় (Reaction) দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। ২০১০ সাল হতে এরূপ ভয়াবহ দুর্ঘটনার বহুবিধ নজির রয়েছে। ঢাকায় সংঘটিত কয়েকটি দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানকালে দেখা যায় জনবহুল আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ ও ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতিতে হ্যান্ডলিং করার কারণে এ ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় রাসায়নিক পদার্থ হতে সৃষ্ট যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা এবং ক্ষতিকর প্রভাব রোধকল্পে রাসায়নিক ব্যবসায়ীদের বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ সাময়িকভাবে সংরক্ষণের সুবিধা প্রদানের জন্য গুদাম নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন টঙ্গীস্থ কাঁঠালদিয়া মৌজা-এর ভূমিতে ৫৩(তিপ্পান্ন)টি গুদাম, ভাড়া গ্রহণকারী ও বিএসইসি'র কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য অফিস ভবন, কন্ট্রোল রুম, পাম্প হাউজ, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র, আন্ডার গ্রাউন্ড এন্ড ওভারহেড ওয়াটার রিজার্ভার, ব্লাডার ট্যাঙ্ক, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, নিরাপত্তা ব্যারাক, নিউট্রালাইজেশন পিট, পর্চ, পন্ড এবং আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে যা বর্তমানে ব্যবহার উপযোগী।

রাসায়নিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে অস্থায়ীভিত্তিতে রাসায়নিক গুদামসমূহ ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত শর্তাবলী ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং ভাড়া গ্রহণকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে গুদামসমূহ ব্যবহার সংক্রান্ত শর্তাবলী সুনির্দিষ্টকরণের নিমিত্ত **'রাসায়নিক গুদামে রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং ভাড়া প্রদান নীতিমালা ২০২৫'** প্রণয়ন করা হলো।

২। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগঃ

বিএসইসি এর এ নীতিমালা **'রাসায়নিক গুদামে রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং ভাড়া প্রদান নীতিমালা ২০২৫'** নামে অভিহিত হবে যা অবিলম্বে কার্যকর হবে। রাসায়নিক গুদামসমূহের এরিয়া পরিমাপ, ভাড়ার হার নির্ধারণ, ভাড়া প্রদান, রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ, নিরাপদ ব্যবস্থাপনা ও ভাড়া চুক্তি বাতিল ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনায় এই নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

৩। সংজ্ঞাঃ

এ নীতিমালায় বিষয় বা পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলেঃ

(ক) 'বিএসইসি' বলতে বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ (২৫ নম্বর আইন) দ্বারা গঠিত 'বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)' কে বুঝাবে;

(খ) 'কর্তৃপক্ষ' বলতে বিএসইসি এর চেয়ারম্যান অথবা রাসায়নিক গুদামসমূহ পরিচালনার জন্য বিএসইসি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাবে;

(গ) 'রাসায়নিক পদার্থ' বলতে শিল্প কারখানায় বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে, কৃষি কাজে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক উৎপাদনে, গবাদি পশুর খাদ্য ও ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালে, ল্যাবরেটরিতে গবেষণায়, ব্যবহারকারী (ঔষধ, পোশাক, ট্যানারি ও উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি), গৃহস্থালী ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জৈব বা অজৈব রাসায়নিক পদার্থ বুঝাবে। যেমন- বিভিন্ন প্রকার এসিড, কস্টিক সোডা, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ক্লোরিন, ব্লিচড় কেমিক্যালস, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, অ্যালকোহল, তারপিন, বিভিন্ন রং অথবা রঞ্জক ইত্যাদি;

(ঘ) 'গুদাম' বলতে বিএসইসি কর্তৃক নির্মিত রাসায়নিক গুদাম বা এর কোন একটির অংশবিশেষ যা এই নীতিমালার আওতায় বাণিজ্যিকভাবে রাসায়নিক পণ্য সংরক্ষণ ও বিপণনের উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া হবে;

(ঙ) 'ভাড়া' বলতে বিএসইসি কর্তৃক নির্মিত রাসায়নিক গুদাম বা এর অংশবিশেষ বা সংশ্লিষ্ট অফিস কক্ষ ও সুবিধাদি ব্যবহারের বিনিময়ে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক মাসিকভিত্তিতে বিএসইসি'কে প্রদত্ত অর্থ যা ভাড়া চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট গুদাম ও কমন স্পেসের বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, পরিচ্ছন্নতা ফি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

(চ) 'ভাড়ার হার' অর্থ এই নীতিমালার অধীনে বিএসইসি কর্তৃক নির্ধারিত গুদাম, অফিস কক্ষ ও অন্যান্য সুবিধাদির প্রতি বর্গফুট জায়গার জন্য নির্ধারিত মাসিক বা বার্ষিক ভাড়াকে বুঝাবে;

(ছ) 'ভাড়া গ্রহণকারী' অর্থ এই নীতিমালার অধীনে বিএসইসি এর রাসায়নিক গুদাম বা এর কোন একটির অংশবিশেষ বা সংশ্লিষ্ট কোন অফিস কক্ষ চুক্তির মাধ্যমে ভাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

(জ) 'নীতিমালা' বলতে রাসায়নিক গুদামে 'রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং ভাড়া প্রদান নীতিমালা-২০২৫' বুঝাবে।

৪। নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যঃ

(ক) রাসায়নিক গুদামসমূহে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ, হ্যান্ডলিং ও বিপণন নিশ্চিত করা;

(খ) রাসায়নিক গুদাম এলাকায় দূর্ঘটনা রোধ ও অনাকাঙ্ক্ষিত দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা;

(গ) রাসায়নিক গুদামসমূহ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক পদ্ধতিতে ভাড়া প্রদান ও পরিচালনা নিশ্চিত করা।

প্রথম অংশ
রাসায়নিক গুদামসমূহ ব্যবহার ও নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাসকরণ সংক্রান্ত

৫। নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা ঝুঁকি হ্রাসে করণীয়ঃ

৫.১। রাসায়নিক গুদাম এলাকায় দুর্ঘটনা মোকাবেলায় বিএসইসি কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

(ক) অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে গুদাম এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার) লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার ও ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) লিটার ধারণ ক্ষমতার ওভার হেড ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণ করতঃ রিজার্ভারগুলো সার্বক্ষণিক পানিপূর্ণ রাখা;

(খ) আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার ও ওভার হেড ওয়াটার রিজার্ভার থেকে সমগ্র গুদাম এলাকায় পানি সরবরাহ করা সম্ভব এরূপ হোজ পাইপ মজুদ ও সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা;

(গ) ইলেকট্রিক ও ডিজেল পাম্প স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালুকরণে অটো জেনারেটর স্থাপন;

(ঘ) জরুরী সময়ে জেনারেটর চালুকরণ ও অগ্নি নির্বাপনে সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল প্রস্তুত রাখা;

(ঙ) নিয়মিতভাবে জেনারেটর, পাম্প, অগ্নি নির্বাপণ সরঞ্জামাদি ইত্যাদি পরীক্ষামূলক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(চ) বছরে কমপক্ষে ৩ (তিন) বার অগ্নি নির্বাপণ মহড়া আয়োজন করা;

(ছ) বজ্রপাতের ফলে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিল্ডিং কোড অনুযায়ী গোডাউনে বজ্র নিরোধক স্থাপন করা;

(জ) উপচে পড়া রাসায়নিক (Splillage Chemicals), ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানসমূহ (Hazardous Chemical) নিউট্রালাইজেশনের ব্যবস্থা করা;

(ঞ) সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ও অগ্নি নির্বাপণ কর্মী নিয়োজিত করা।

৫.২। বিস্ফোরণজনিত ও অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক করণীয়ঃ

(ক) ভাড়া গ্রহণকারীকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়মাবলী অনুসরণ করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং সময়ে সময়ে উক্ত বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে। ভাড়া গ্রহণকারীকে নিজ দায়িত্বে ফায়ার এক্সটিংগুইসার রিফিল করতে হবে;

(খ) ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে গুদামে রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ, হ্যান্ডলিং ও বিপণনের জন্য প্রযোজ্যক্ষেত্রে বিস্ফোরক পরিদপ্তর/ফায়ার সার্ভিস/সিটি কর্পোরেশন/জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক সামগ্রী স্থাপন করতে হবে;

(গ) ভাড়া গ্রহণকারী রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ, হ্যান্ডলিং ও বিপণনের বিশেষ প্রয়োজনে রাসায়নিক গুদাম কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গুদামে অতিরিক্ত কনডুইট বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং, অগ্নিরোধক তার, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি সরঞ্জাম স্থাপন/ব্যবহার করতে পারবে;

(ঘ) গুদাম এবং গুদামে মজুদ মালামালের জন্য দুর্ঘটনা বীমা করতে হবে;

(ঙ) গুদামে নিয়োজিত সকল কর্মীকে অগ্নি নির্বাপণ ও অন্যান্য ঝুঁকি মোকাবেলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে;

(চ) নিয়মিত দূর্ঘটনা প্রতিরোধ মহড়া আয়োজন করতে হবে এবং বিএসইসি'র অগ্নি নির্বাপণ মহড়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে;

(ছ) উপরোক্ত (ক) থেকে (গ) শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার আগে গুদামে কোনো মালামাল উঠানো যাবেনা;

(জ) সকল ভাড়া গ্রহণকারী মিলে যৌথভাবে একটি দূর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা দল গঠন করতে হবে এবং তাদের নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ ও মহড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। রাসায়নিক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারীর করণীয়ঃ

৬.১। রাসায়নিক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সর্তকতা অনুসরণ করতে হবে;

(ক) সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং রাসায়নিক গুদামের জন্য অনুমোদিত SOP (Standard Operating Procedure) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) রাসায়নিক ভেসেল বা ড্রাম সমতল মেঝেতে সমান, সোজা ও সারিবদ্ধভাবে সাজাতে হবে;

(গ) ভারী ভেসেল বা ড্রাম নিচে এবং অপেক্ষাকৃত হালকা ভেসেল বা ড্রাম মধ্যভাগের তাকে রাখতে হবে;

(ঘ) রাসায়নিক ভেসেল বা ড্রাম সহজে হ্যান্ডলিংয়ের জন্য নোজ লেবেলের নিচের উচ্চতায় সাজাতে হবে;

(ঙ) রাসায়নিক সামগ্রী উৎপাদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল প্যাকেটে/ভেসেলে/কন্টেইনারে সংরক্ষণ করতে হবে। কোন কারণে কেমিক্যালের মূল প্যাকেট/ভেসেল/কন্টেইনার নষ্ট হয়ে গেলে পুনঃপ্যাক করা যাবে না;

(চ) এসিড ও ক্ষার জাতীয় রাসায়নিক এবং দাহ্য পদার্থ ও গ্যাস সিলিন্ডার একই সাথে সংরক্ষণ করা যাবে না;

(ছ) শক্তিশালী এসিড ও জৈব পদার্থ একই সাথে সংরক্ষণ করা যাবেনা;

(জ) শক্তিশালী জারক (Strong Oxidizer) ও জারণযোগ্য (Oxidisable) পদার্থ একই সাথে সংরক্ষণ করা যাবে না;

(ঝ) ইথার ও পারক্সাইড জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ অন্ধকার ও ঠান্ডা জায়গায় শক্ত সিলযুক্ত কন্টেইনারে স্টোর করতে হবে;

(ঞ) রাসায়নিকের ধরণ অনুসারে পৃথক পৃথক সেলফে বা ফ্লোরে এবং প্রয়োজনে রেফ্রিজারেটরে রাসায়নিক সাজিয়ে রাখতে হবে;

(ট) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাসায়নিক গুদামে রাসায়নিক সংরক্ষণ উপযোগী তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে;

(ঠ) রাসায়নিকের ঝুঁকিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ যেমন- দাহ্য, প্রজ্জ্বলনীয়, জারক, যন্ত্রণাদায়ক, ক্ষতিকর, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থের সংকেত সম্বলিত স্টিকার দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে;

(ড) গুদামের প্রত্যেক দৃশ্যমান এলাকায় ম্যাটেরিয়াল সেফটি ডাটা শিট অনুযায়ী অগ্নি নির্বাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে;

(ঢ) গুদামের কক্ষে স্থাপিত সকল তাক এবং অন্যান্য ফিটিংসমূহ এমনভাবে নির্মিত হবে যাতে কোনো উন্মুক্ত লোহা বা স্টিল মজুতকৃত রাসায়নিকের সংস্পর্শে না আসে;

(ণ) গুদামের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বেঞ্চ, তাক এবং অন্যান্য ফিটিংস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ধূলিকণা মুক্ত রাখতে হবে;

(ত) পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য গুদামের প্রবেশ পথে পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে;

(থ) গুদামে তৈলাক্ত তুলা বা বর্জ্য, ছেঁড়াকাপড়, চট এবং প্রজ্জ্বলনে সহায়ক কোনো বস্তু রাখা যাবে না।

৬.২। লেবেলিংঃ

(ক) স্থায়ী ও অস্থায়ী সকল রাসায়নিক দ্রব্যের কনটেইনার বা ড্রামে যথাযথভাবে রাসায়নিক দ্রব্যের নাম, বিপদ সংকেত, উৎপাদক ও সরবরাহকারীর নাম-ঠিকানা এবং UN লেবেল কোড অবশ্যই থাকতে হবে এবং তা দৃশ্যমান রেখে কন্টেইনারসমূহ সাজাতে হবে;

(খ) লেবেলবিহীন কোনো কন্টেইনার বা ড্রাম মজুদ বা সংরক্ষণ করা যাবে না।

৬.৩। সতর্কতাঃ

(ক) রাসায়নিক গুদামে 'জনসাধারণের প্রবেশ সংরক্ষিত' নির্দেশক সতর্কতা চিহ্ন স্থাপন করতে হবে;

(খ) গুদামের রাসায়নিক মজুদ এলাকায় ধূমপান সম্পূর্ণ নিষেধ রাখতে হবে এবং 'ধূমপান করা নিষেধ' নির্দেশক চিহ্ন স্থাপন করতে হবে;

(গ) আগুন, বাতি, দিয়াশলাই, গ্যাস লাইটার বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রজ্জ্বলন ও বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম এমন পদার্থ গুদাম এলাকায় বহন করা যাবে না;

(ঘ) প্রতিটি গুদামে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতেই হবে;

(ঙ) প্রধান ফটকের প্রবেশ পথে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে;

(চ) গুদাম এলাকায় কোন রান্নার সরঞ্জাম, হিটার বা গ্যাস চুল্লি ব্যবহার করা যাবে না;

(ছ) ন্যাশনাল ফায়ার প্রটেকশন অ্যাসোসিয়েশন, ৭০৪ এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষিত গুদামে প্রযোজ্য রং এর ডায়মন্ড আকৃতির চিহ্ন অঙ্কন করতে হবে;

(জ) রাসায়নিক দ্রব্য মজুদ রাখার স্থানে নিরাপত্তা তথ্যের জন্য নির্গমন পথের চিহ্ন, জরুরি নির্গমন চিহ্ন স্থাপন করতে হবে;

(ঝ) রাসায়নিক উপচে পড়া (Spill), রাসায়নিক কন্টেইনার ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে রাসায়নিক নির্গত হওয়া ইত্যাদি মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট পূর্বসতর্কতা ও পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে;

(ঞ) রাসায়নিক সংক্রমণ নিরসন (Chemical decontamination) এর জন্য সেফটি শাওয়ার ও ধৌতকরণ ব্যবস্থা থাকতে হবে;

(ট) জরুরী মুহূর্তে চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড-বক্স রাখতে হবে;

(ঠ) সংরক্ষণযোগ্য পণ্যের ঘোষণা (Declaration) দিতে হবে। কোন ড্রাগ বা অবৈধ মালামাল রাখা যাবে না;

(ড) বিষ্ফোরক পরিদপ্তরের অনুমতি/লাইসেন্স ব্যতীত কোন বিষ্ফোরক পদার্থ রাখা যাবে না;

(ঢ) সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নির্দেশনা ইত্যাদি পরিবর্তন করতে পারবে।

৭। গুদাম ও গুদাম এলাকায় রাসায়নিক পদার্থ লিফটিংও হ্যান্ডলিং বিষয়ে করণীয়ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং রাসায়নিক গুদামের জন্য অনুমোদিত SOP (Standard Operating Procedure) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে রাসায়নিক সামগ্রী হ্যান্ডলিং করতে হবে;

(খ) সাধারণভাবে ৫০ কেজি এর বেশি ওজনের কোন কন্টেইনার বা বক্স বা আধার ম্যানুয়ালি লিফটিং বা হ্যান্ডলিং করা যাবে না। ৫০ কেজি এর বেশি হলে তা হ্যান্ডলিং এর জন্য ফর্ক লিফট বা অনুরূপ যান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) রাসায়নিক হ্যান্ডলিং এ নিয়োজিত সকল কর্মীকে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য হ্যান্ডলিং বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতেই হবে;

(ঘ) ফর্ক লিফট বা অনুরূপ যন্ত্র ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী লোক নিয়োগ করতে হবে;

(ঙ) রাসায়নিক পদার্থ হ্যান্ডলিং এর সময় যথাযথ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম Personal Protective Equipment (PPE) যেমন- এ্যাপ্রোন ব্যবহার করতে হবে, রেসপিরেটরি মাস্ক, ধূলাবালি রোধক মাস্ক, ফেইস শীলড, চশমা, হেলমেট, হ্যান্ড গ্লাভস ও গামবুট ইত্যাদি পরিধান করতে হবে;

(চ) রাসায়নিক পদার্থ হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে।

দ্বিতীয় অংশ

রাসায়নিক গুদাম ভাড়া প্রদান ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

৮। প্রযোজ্যতাঃ

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন টঙ্গীস্থ রাসায়নিক গুদাম ও সংশ্লিষ্ট অফিস কক্ষসমূহ ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে 'রাসায়নিক গুদামে রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং ভাড়া প্রদান নীতিমালা-২০২৫' প্রযোজ্য হবে। পরবর্তীতে বিএসইসি অনুরূপ আরও স্থাপনা নির্মাণ করলে তার ভাড়া প্রদান ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৯। ভাড়া প্রদান প্রক্রিয়াঃ

৯.১। বিএসইসি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে (সংবাদপত্র/ওয়েব সাইট/নোটিশ বোর্ড/জনগ্রাহ্য বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি) রাসায়নিক গুদাম ব্যবহারে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মধ্যে গুদাম খালি থাকা সাপেক্ষে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে গুদাম ও অফিস কক্ষসমূহ ভাড়া দেওয়া হবে।

৯.২। গুদাম এবং অফিস কক্ষসমূহকে ধারাবাহিক ক্রমিক দ্বারা নম্বরযুক্ত করে চিহ্নিত করা হবে। এক বা একাধিক গোডাউন এবং কমপক্ষে ১টি অফিস কক্ষ মিলে একটি প্যাকেজ হিসেবে গণ্য হবে। সাধারণভাবে একটি প্রতিষ্ঠান বা একজন ব্যক্তি এইরূপ একটি প্যাকেজ ভাড়া নিতে পারবেন। তবে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে/সরকার ঘোষিত নিয়মানুযায়ী চুক্তিবদ্ধ হয়ে সর্বোচ্চ ৪ (চার) জন ব্যক্তি বা ৪ (চার)টি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে একটি প্যাকেজ ভাড়া নিতে পারবেন।

৯.৩। আবেদনকারীর যোগ্যতাঃ

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ভাড়ার আবেদনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন:

(ক) রাসায়নিক পণ্য আমদানি, বিপণন, ব্যবহারকারী, সরবরাহ বা পাইকারি অথবা খুচরা বিক্রির লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় নিয়োজিত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইমপোর্টারস এন্ড মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বৈধ সদস্যগণ;

(গ) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় নিয়োজিত বাংলাদেশ কেমিক্যাল এন্ড পারফিউমারি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বৈধ সদস্যগণ;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় নিয়োজিত বাংলাদেশ এসিড মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এর বৈধ সদস্যগণ এবং

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় নিয়োজিত কিন্তু কোন সমিতির সদস্য নন এরূপ অন্যান্য বৈধ রাসায়নিক ব্যবসায়ী/ব্যবহারকারীগণ।

৯.৪। বিএসইসি এর ওয়েবসাইটে এতদুদ্দেশ্যে প্রকাশিত নির্ধারিত আবেদনপত্র (**পরিশিষ্ট-২**) বিনামূল্যে ডাউনলোড করে বা অনুরূপ ফরমেটে টাইপ করে আবেদন করতে হবে।

৯.৫। আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে:

(ক) আবেদনকারীর ব্যবসার ধরণ উল্লেখিত হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে। যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবসায়ীর ট্রেড লাইসেন্স অননুমোদিত আবাসিক এলাকায় ব্যবসা পরিচালনার কারণে সিটি করপোরেশন বা অন্যান্য লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নবায়ন স্থগিত রাখা হয়েছে বিএসইসি'র ভাড়াকৃত গোডাউনে ব্যবসা স্থানান্তর করা হলে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করা হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশন/ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে;

(খ) আবেদনকারীর হালনাগাদ আয়কর সনদপত্র এবং সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের রশিদ;

(গ) আবেদনকারীর ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ;

(ঘ) আবেদনকারীর বর্তমান ব্যবসাস্থলের ঠিকানা, আয়তন ও মালিকানা ভাড়া সংক্রান্ত কাগজপত্র;

(ঙ) আবেদনকারী কোন রাসায়নিক পণ্য ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য হলে তার হালনাগাদ সদস্য সনদ;

(চ) আবেদনকারী ব্যক্তি হলে তার জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি;

(ছ) আবেদনকারী বর্তমানে যেসব রাসায়নিক পণ্যের ব্যবসা করেন তার তালিকা;

(জ) আবেদনকারীর রাসায়নিক সামগ্রীর ব্যবসা করার জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর প্রদত্ত প্রথম অনুমতিপত্রের কপি এবং সর্বশেষ হালনাগাদ অনুমতিপত্রের কপি।

১০। ভাড়ার হার ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ এবং ভাড়া গ্রহণকারী নির্বাচনঃ

১০.১। ভাড়ার হার ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ এবং ভাড়া গ্রহণকারী নির্বাচন করার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি কমিটি গঠন করা হবে:

(ক) পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল), বিএসইসি	-আহবায়ক
(খ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা	-সদস্য
(গ) সচিব, বিএসইসি	-সদস্য
(ঘ) প্রধান প্রকৌশলী, বিএসইসি	-সদস্য
(ঙ) সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধি	-সদস্য
(চ) হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএসইসি	-সদস্য
(ছ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাসায়নিক গুদাম	-সদস্য সচিব

১০.২। কমিটি নির্মিত গুদাম ও অফিস কক্ষসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য বাণিজ্যিক স্থাপনা, সিটি করপোরেশনের অনুরূপ কোন স্থাপনা থাকলে তার ভাড়া পর্যালোচনা করে গুদাম ও অফিস কক্ষের প্রতি বর্গফুটের জন্য মাসিক ভাড়ার হার এবং এরূপ ভাড়ার উপর প্রযোজ্য কর প্রস্তাব করবে।

১০.৩। বিএসইসি বোর্ড ক্রমিক নং -১০.১ অনুযায়ী গঠিত কমিটির প্রস্তাবিত ভাড়ার হার বিবেচনাক্রমে অনুমোদন করে তা চূড়ান্ত করবে এবং পরবর্তীতে বিএসইসি সময়ে সময়ে এই ভাড়ার হার পুন: নির্ধারণ করবে।

১০.৪ আবেদন মূল্যায়নে নম্বর প্রদান পদ্ধতিঃ

(ক) আবেদনকারীর রাসায়নিক ব্যবসার সময়কাল এর জন্য- ২০ নম্বর। ট্রেড লাইসেন্স এ রাসায়নিক ব্যবসার বিষয় উল্লেখ থাকলে ট্রেড লাইসেন্স বা বিস্ফোরক পরিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর প্রদত্ত প্রথম অনুমতিপত্র এর মধ্যে যা কম তা বিবেচনা করা হবে। প্রতি বছরের জন্য নম্বর (প্রতি মাসের জন্য ০.০৮৩৩) সর্বোচ্চ ২০ নম্বর;

(খ) আবেদনকারীর তিন বছরের টার্নওভারের গড় এর জন্য-২০ নম্বর। প্রথম ১০ লাখের জন্য ৩ নম্বর, পরবর্তী প্রতি ৫ লাখের জন্য ১ নম্বর হিসেবে সর্বোচ্চ ২০ নম্বর;

(গ) আবেদনকারী কর্তৃক বিগত ৩ বছরে পরিশোধিত ভ্যাট ও আয়করের যোগফলের ভিত্তিতে প্রতি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পরিশোধের জন্য ১ নম্বর হিসেবে প্রাপ্য নম্বর (এক্ষেত্রে কোন উর্ধ্বসীমা থাকবে না);

(ঘ) আবেদনকারী কোন রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য হলে- ৫ নম্বর উক্তরূপ মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে আবেদনকারীগণের অগ্রাধিকার ক্রম তৈরি করে উচ্চ নম্বর প্রাপ্তগণের মধ্যে ভাড়া প্রদান করতে হবে; বরাদ্দযোগ্য গুদাম সংখ্যার জন্য সর্বশেষ ক্রমের আবেদনকারীর সমান নম্বরধারী একাধিক আবেদনকারী থাকলে তাদের মধ্যে যাদের টার্নওভার বেশি তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। (এরূপভাবে প্রস্তুতকৃত অগ্রাধিকার তালিকা থেকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃক বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ ব্যবসা পরিচালনাকারী হিসেবে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিদ্যমান দোকান/গোডাউন সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিক সামগ্রীমুক্ত করার শর্তে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

(ঙ) আবেদনকারীর রাসায়নিক ব্যবসার সময়কাল, ব্যবসায়িক টার্ন ওভার, ভ্যাট-আয়কর পরিশোধের পরিমান, রাসায়নিক ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যপদ, ব্যবসার স্থান ইত্যাদি মূল্যায়ন করে ১০.১ এ উল্লিখিত কমিটি ভাড়া গ্রহণকারী নির্বাচন করবে;

(চ) আবেদনকারীর সংখ্যা কম হলে কমিটি এক বা একাধিক শর্ত শিথিল করতে পারবে।

১০.৫। মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ বিএসইসি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত আবেদনকারীগণকে পত্র জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ৬ (ছয়) মাসের মোট ভাড়ার সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসেবে জমা প্রদানপূর্বক চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

১০.৬। প্রথমবার ভাড়া প্রদানের জন্য জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে নির্বাচিত আবেদনকারীগণের মধ্যে লটারির মাধ্যমে (সম্ভব হলে তাদের উপস্থিতিতে) গোডাউন নম্বর বা প্যাকেজ নম্বর নির্ধারণ করতে হবে। লটারি সম্পাদনের পর কোনো প্যাকেজ খালি থাকলে, কোনো বরাদ্দ প্রাপক লটারিতে প্রাপ্ত প্যাকেজ পরিবর্তন করে খালি প্যাকেজ বরাদ্দ চাইলে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে একই প্যাকেজের জন্য একাধিক আবেদনকারী থাকলে তাদের মধ্যে পুনরায় লটারির মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করতে হবে।

১০.৭। অনুচ্ছেদ নং- ১০.১ এ বর্ণিত কমিটি প্রতি সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যদের বিএসইসি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা যাবে। এইরুপ সম্মানী ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকে সংস্থান করা হবে।

১১। চুক্তি স্বাক্ষর ও চুক্তির মেয়াদ ইত্যাদিঃ

১১.১। বিএসইসি'র পক্ষে এর সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত আবেদনকারী বা তার পক্ষে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ৩০০(তিনশত) টাকার ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত ফরমে **(পরিশিষ্ট-১)** চুক্তি স্বাক্ষর করবেন। চুক্তিতে বিএসইসি'র পক্ষে একজন এবং ভাড়া গ্রহণকারীর পক্ষে একজন সাক্ষী থাকবে। চুক্তির দুই প্রস্ত মূল কপি স্বাক্ষরিত হবে যার এক কপি বিএসইসি এর নিকট এবং এক কপি ভাড়া গ্রহণকারীর নিকট থাকবে।

১১.২। চুক্তির মেয়াদ ২ (দুই) বছর হবে তবে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এবং ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক চুক্তির শর্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে চুক্তির মেয়াদ প্রতিবারে আরও ২ (দুই) বছর করে বৃদ্ধি করা যাবে। চুক্তির বর্ধিত মেয়াদকালে বিএসইসি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত ভাড়ার হার প্রযোজ্য হবে।

১১.৩। কোন ভাড়া গ্রহণকারী নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হবার আগে চুক্তি বাতিল করতে চাইলে প্রত্যাশিত দখল হস্তান্তরের তারিখের ৩(তিন) মাস আগে কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে নোটিস করতে হবে অথবা ৩(তিন) মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রদানপূর্বক দখল হস্তান্তর করে চুক্তির অবসান ঘটাতে হবে।

১১.৪। ভাড়াকৃত গুদাম এবং অফিস কক্ষ অন্য কারও নিকট সাবলেট প্রদান করা যাবে না বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। তবে কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতিক্রমে ব্যবসায়িক অংশীদার যোগ করা যাবে।

১১.৫। ভাড়াকৃত গুদাম ও অফিস কক্ষের দখল গ্রহনের পূর্বে গুদাম ও অফিসকক্ষে দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তিগণের তালিকা, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি এবং কি কাজ করবে তার বিবরণ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। উক্ত জনবলের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হলে তাও যথাসময়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। কোন অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিকে গুদাম বা অফিসে কোন কাজের জন্য নিয়োগ করা যাবে না।

১১.৬। ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণে ভাড়াকৃত গুদাম ও অফিস উভয় পক্ষের মধ্যস্থতায় হস্তান্তর প্রদান করা যেতে পারে।

১২। ভাড়া ও অন্যান্য বিল পরিশোধ সংক্রান্তঃ

১২.১। প্রত্যেক ভাড়া গ্রহণকারী মাসিক ভাড়া এবং তার উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন করের অর্থ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন এর অনুকূলে যে কোন তফসিলি ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত একটি পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে চলতি ইংরেজি মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে বিএসইসি কর্তৃপক্ষ বরাবরে পরিশোধ করবেন।

১২.২। ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থের বিপরীতে সরকারি যাবতীয় কর প্রদান করতে হবে। তবে কোন ভাড়া গ্রহণকারী প্রদেয় ভাড়া থেকে সরকারি যাবতীয় কর কর্তন করে রাখলে তা বিএসইসি এর নামে চালান মারফত সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের কপি ও একটি অনলাইন ভেরিফিকেশন পত্র ভাড়ার পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফটের সাথে বিএসইসি কর্তৃপক্ষ বরাবর জমা দিতে হবে।

১২.৩। গুদাম এবং অফিস স্পেসের বিদ্যুৎ সংযোগ এবং পানি ও পয়ঃসংযোগ বিল ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক নিজ দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে পরিশোধ করতে হবে এবং বিল পরিশোধের প্রমাণপত্র প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর অন্তর বিএসইসি কর্তৃপক্ষ বরাবরে জমা দিতে হবে;

১২.৪। গুদাম এলাকার নিরাপত্তা বাতি, সড়ক বাতি, অগ্নি নিরাপত্তার জন্য স্থাপিত ওয়াটার রিজার্ভার ও অন্যান্য স্থাপনা পরিচালনা, স্থাপিত জেনারেটর পরিচালনা এবং গুদাম এলাকার নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য নিয়োজিত জনবলের ব্যয় সকল ভাড়া গ্রহণকারী সমানভাবে বহন করবেন। ব্যয় নির্বাহের জন্য ধার্যকৃত মাসিক সার্ভিস চার্জ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধির নিকট প্রদান করবেন। সার্ভিস চার্জ আদায় ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকির জন্য বিএসইসি'র একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে ভাড়া গ্রহণকারীগণের প্রতিনিধি সমন্বয়ে অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হবে।

১৩। ভাড়া চুক্তি বাতিলঃ

১৩.১। নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক কারণে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় ভাড়া চুক্তি বাতিল করে গুদাম ও অফিস কক্ষ এর দখল গ্রহণ করতে পারবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং রাসায়নিক গুদামের জন্য অনুমোদিত SOP (Standard Operating Procedure) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে রাসায়নিক সামগ্রী সংরক্ষণ এবং হ্যান্ডলিং না করলে;

(খ) ৩ (তিন) মাসের মাসের বেশি সময়ের ভাড়া বকেয়া থাকলে;

(গ) নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী অমান্য করলে;

(ঘ) রাসায়নিক মালামাল হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত নির্দেশনার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে এবং অনিরাপদভাবে মালামাল সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং করলে;

(ঙ) ২ (দুই) মাসের বেশি সময়ের বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি বকেয়া পড়লে;

(চ) গুদাম বা অফিস কক্ষ বা এর অংশ বিশেষ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে সাবলেট দিলে বা অংশীদার নিয়োগ করলে বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করলে;

(ছ) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে এবং

(জ) কোন আইনশৃংখলা বিরোধী কার্যকলাপ করলে।

১৩.২। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুচ্ছেদ নং - ১৩.১ এর আওতায় চুক্তি বাতিল করা হলে ভাড়া গ্রহণকারীকে অনূর্ধ্ব ১ (এক) মাসের মধ্যে গুদাম ও অফিস কক্ষের দখল হস্তান্তরের জন্য নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং ভাড়া গ্রহণকারী উক্ত ১ (এক) মাসের মধ্যে গুদাম ও অফিস কক্ষ খালি করে দখল হস্তান্তর করবে। ভাড়া গ্রহণকারী স্বেচ্ছায় এ সময়ের মধ্যে দখল হস্তান্তর না করলে কর্তৃপক্ষ ভিতরে রক্ষিত মালামাল অন্যত্র

অপসারণ করে গুদামটি অন্য কাউকে ভাড়া প্রদান করতে পারবে। পরবর্তীতে জব্দকৃত মালামালসমূহ বিএসইসি কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে বিক্রয়পূর্বক প্রাপ্ত অর্থ বকেয়া ভাড়া হতে সমন্বয় করা যাবে।

১৩.৩। অনুচ্ছেদ নং - ১৩.২ অনুযায়ী বিএসইসি কর্তৃক গুদাম বরাদ্দ বাতিল বা দখল গ্রহণ সংক্রান্ত নোটিশের বিষয়ে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক চেয়ারম্যান, বিএসইসি বরাবরে আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে। এরূপ কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে চেয়ারম্যান/মনোনীত প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের শুনানি গ্রহণ করে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

১৩.৪। রাসায়নিক গুদামে রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং ভাড়া প্রদান নীতিমালা প্রয়োজনবোধে বিএসইসি বোর্ড সংশোধন, সংযোজন এবং বিয়োজন করতে পারবে।

রাসায়নিক গুদাম এবং অফিস কক্ষ ভাড়া চুক্তিনামা/ ভাড়া নবায়ন চুক্তিনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

[নিম্নোক্ত ফরম্যাটে শর্তসমূহ উল্লেখপূর্বক বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) কর্তৃপক্ষের সাথে **৩০০/- (তিনশত) টাকা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে** লিখিত চুক্তিনামা এবং নবায়ন সম্পাদন করবে।]

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি), প্রধান কার্যালয়, বিএসইসি ভবন, ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ এর সচিব অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রতিনিধি (পরবর্তীতে এ চুক্তিতে 'কর্তৃপক্ষ বা প্রথম পক্ষ' হিসেবে অভিহিত হবে) দায়িত্ব পালন-করবে।

ভাড়া প্রদানকারী/প্রথম পক্ষ

এবং

মেসার্স-- রেজিস্টার্ড কার্যালয়: --
-- এর পক্ষে স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/চেয়ারম্যান
জনাব -- স্থায়ী ঠিকানা: --
-- বর্তমান/যোগাযোগের ঠিকানা: ---------------------------
-- জাতীয় পরিচয়পত্র নং: -------------------------------
(পরবর্তীতে এ চুক্তিতে 'ভাড়া গ্রহণকারী বা দ্বিতীয় পক্ষ' হিসাবে অভিহিত)।

ভাড়া গ্রহণকারী/দ্বিতীয় পক্ষ

বিএসইসি কর্তৃক গাজীপুর সিটি করপোরেশন এর আওতাধীন টঙ্গীতে নির্মিত রাসায়নিক গুদাম ও অফিস কক্ষ ভাড়া প্রদানের লক্ষ্যে ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের আবেদন যথাযথ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে এবং বিএসইসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে উল্লিখিত গুদাম এলাকার ------------------ নম্বর গুদাম ও --------------- নম্বর অফিস কক্ষটি ভাড়া প্রদান ও গ্রহণের জন্য ---------------- খ্রি. তারিখে ভাড়া চুক্তিনামা/ভাড়া নবায়ন চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হলো। চুক্তির প্রথম পক্ষ কর্তৃক ভাড়া প্রদান ও দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ভাড়া গ্রহণের বিষয়ে এই চুক্তিতে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে:

<u>শর্তসমূহ</u>

১) বিএসইসি এর রাসায়নিক গুদাম, টঙ্গী, গাজীপুর এর ১ম প্যাকেজের ০৮(আট) টি গুদামের প্রথম ০৪টি (০১ নং হতে ০৪ নং গুদাম) প্রতিটির অফিস ও কমন স্পেসসহ আয়তন **৩,৪১০** বর্গফুট এবং অবশিষ্ট ০৪টি (০৫ নং হতে ০৮ নং গুদাম) প্রতিটির অফিস ব্যতীত কমন স্পেসসহ আয়তন **৩,১২৫** বর্গফুট। ২য় প্যাকেজের ৪৬ (ছেচল্লিশ) টি গুদামের প্রথম ৩৪টি (০৯ নং হতে ৪২ নং গুদাম) প্রতিটির অফিস ও কমন স্পেসসহ আয়তন **২,১৭০** বর্গফুট এবং অবশিষ্ট ১২টি (৪৩ নং হতে ৫৪ নং গুদাম) প্রতিটির অফিস ব্যতীত কমন স্পেসসহ আয়তন **২,০৭২** বর্গফুট। এই চুক্তিনামার আওতায় ------------------ খ্রি. হতে -------------------- খ্রি. পর্যন্ত ২ (দুই) বছরের জন্য গুদামের প্রতি বর্গফুট ----------/-(কথায়: --------------------) টাকা মাসিক হারে মোট--- -------/- (কথায়: --) টাকা ভাড়া ধার্য করে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষকে ভাড়া প্রদান করা হলো। ভাড়ার উপর সরকার নির্ধারিত মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ভাড়ার অতিরিক্ত হিসেবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রদেয় হবে।

(২) ভাড়া গ্রহণকারী বা দ্বিতীয় পক্ষ গুদামের ০৬ (ছয়) মাসের মোট ভাড়ার সমপরিমাণ অর্থ -----------/- (কথায়: --------------------) নিরাপত্তা জামানত হিসাবে তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট বা নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করবেন যা প্রথম পক্ষের নিকট গচ্ছিত থাকবে। চুক্তির মেয়াদ শেষে বা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে বর্ধিত মেয়াদ শেষে প্রথম পক্ষের কোনো পাওনা থাকলে উক্ত পাওনা নিরাপত্তা জামানতের অর্থ হতে সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট অর্থ ভাড়া গ্রহণকারী বা দ্বিতীয় পক্ষকে সুদবিহীন অবস্থায় ফেরত প্রদান করবে। তাছাড়া গুদামের কোন ক্ষয়ক্ষতি করলে তা জামানত থেকে সমন্বয় করা হবে।

(৩) চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভাড়া প্রদানকৃত গুদাম এবং অফিস কক্ষের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) দখল প্রথম পক্ষ কর্তৃক ভাড়া গ্রহণকারী দ্বিতীয় পক্ষকে হস্তান্তর করা হবে। দ্বিতীয় পক্ষ গুদাম/অফিস কক্ষের দখল গ্রহণ করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু না করলেও এই চুক্তিনামার শর্ত নং- ১ এ উল্লিখিত তারিখ হতে ভাড়ার হারসহ এই চুক্তি কার্যকর হবে।

(৪) দ্বিতীয় পক্ষ মাসিক ভাড়া এবং তার উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন করের অর্থ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন এর অনুকূলে যে কোন তফসিলি ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত একটি পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট বা

নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে চলতি ইংরেজি মাসের (যেই মাসের ভাড়া সেই মাসের) ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে প্রথম পক্ষ বরাবরে পরিশোধ করতে হবে।

(৫) ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থের বিপরীতে ভ্যাট ও আয়কর বিএসইসি প্রদান করবে। তবে কোন ভাড়া গ্রহণকারী প্রদেয় ভাড়া থেকে ট্যাক্স কর্তন করে রাখলে তা বিএসইসি এর নামে চালান মারফত সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে চালানের কপি ও একটি অনলাইন ভেরিফিকেশন পত্র প্রথম পক্ষ বরাবর জমা দিতে হবে।

(৬) গুদাম এবং অফিস স্পেসের বিদ্যুৎ সংযোগ এবং পানি ও পয়ঃসংযোগ বিল ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক নিজ দায়িত্বে প্রথম পক্ষ বরাবরে ভাড়ার সাথে পরিশোধ করতে হবে।

(৭) গুদাম এলাকার নিরাপত্তা বাতি, সড়ক বাতি, অগ্নি নিরাপত্তার জন্য স্থাপিত জলাধার ও অন্যান্য স্থাপনা পরিচালনা, স্থাপিত জেনারেটর পরিচালনা এবং গুদাম এলাকার নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য নিয়োজিত জনবলের ব্যয় নির্বাহের জন্য ধার্যকৃত মাসিক সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে। সার্ভিস চার্জ আদায় ও এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকির জন্য বিএসইসি'র একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে ভাড়া গ্রহণকারীগণের প্রতিনিধি সমন্বয়ে অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হবে।

(৮) প্রথম পক্ষের অনুমতি ছাড়া ভাড়া গ্রহণকারী বা দ্বিতীয় পক্ষ গুদাম এবং অফিস কক্ষের কোন প্রকার অবকাঠামোগত পরিবর্তন করতে পারবে না। তবে, প্রথম পক্ষ অবকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রস্তাব বিবেচনা করলে দ্বিতীয় পক্ষ নিজ খরচে তার ব্যবসা উপযোগী ডেকোরেশন, ফিটিংস ইত্যাদি পরিবর্তন করতে পারবে এবং মেয়াদ শেষে তা খুলে নিয়ে যেতে পারবে।

(৯) দ্বিতীয় পক্ষ বরাদ্দ প্রাপ্ত গুদাম এবং অফিস কক্ষ সাবলেট প্রদান করেছেন প্রমাণিত হলে কিংবা উপ-ভাড়া প্রদান করলে প্রথম পক্ষ বরাদ্দ আদেশ বাতিল করতে পারবে।

(১০) ভাড়া গ্রহণকারী বা দ্বিতীয় পক্ষ বরাদ্দকৃত গুদাম এবং অফিস কক্ষের শুধু সরকার ঘোষিত বৈধ রাসায়নিক ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না। অজ্ঞাতে ভাড়া গ্রহণকারী বা দ্বিতীয় পক্ষ যদি কোন বেআইনি ব্যবসা পরিচালনা করে তবে প্রথম পক্ষ উহার জন্য দায়ী থাকবে না এবং প্রথম পক্ষ বেআইনি ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কে জানতে পারলে তাৎক্ষণিকভাবে ভাড়া চুক্তি বাতিল করতে পারবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(১১) ভাড়া প্রদানকৃত গুদাম এবং অফিস কক্ষে অবৈধ বা বাই-পাস বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে। এক্ষেত্রে ভাড়া চুক্তির শর্ত ভঙ্গের কারণে প্রথম পক্ষ ভাড়া চুক্তি বাতিল করতে পারবে।

(১২) ভাড়া গ্রহণকারী দ্বিতীয় পক্ষ তার ব্যবসা সংক্রান্ত ট্রেড লাইসেন্স ফি, আয়কর, ভ্যাট ও অন্যান্য কর নিজ দায়িত্বে সরকারি কোষাগারে পরিশোধ করবে।

(১৩) প্রথম পক্ষ গুদামের মালিকানা সংক্রান্ত সকল কর যেমনঃ ভূমি কর, সেচ কর, সিটি করপোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স এবং সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য যাবতীয় ট্যাক্স পরিশোধ করবে।

(১৪) দ্বিতীয় পক্ষ ইচ্ছা করলে তাদের ভাড়াকৃত গুদাম এবং অফিস কক্ষে ব্যবহারের জন্য নিজ নামে টেলিফোন লাইনের সংযোগ নিতে পারবে। কিন্তু উক্ত সংযোগ খরচ এবং পরবর্তী টেলিফোন বিল দ্বিতীয় পক্ষ বহন করবে।

(১৫) দ্বিতীয় পক্ষ তার ভাড়াকৃত গুদাম এবং অফিস কক্ষের সম্মুখভাগে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড বা ব্যানার প্রথম পক্ষের অনুমতিক্রমে ব্যবহার করতে পারবে তবে উক্ত সাইনবোর্ড বা ব্যানার এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে মূল ভবনের সৌন্দর্য হানিকর না হয় অথবা পার্শ্ববর্তী ভাড়া গ্রহণকারীদের অসুবিধার সৃষ্টি না করে।

(১৬) দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াকৃত গুদাম ও অফিস ফ্লোরের সাধারণ করিডোর, গলি/পথ, চলাচলের রাস্তা, সিড়ি, আঙিনা ইত্যাদি সর্বদা পরিষ্কার ও জঞ্জালমুক্ত রাখতে বাধ্য থাকবে।

(১৭) দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াকৃত গুদাম ও অফিস ফ্লোর, দেয়াল ও সিলিং ছাদ এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবে না যাতে স্থাপনার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

(১৮) গুদাম, অফিস এবং সমগ্র রাসায়নিক গুদাম কমপ্লেক্সের সাধারণ নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণার্থে ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ উন্নয়নে সময় সময় প্রথম পক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় পক্ষ সর্বদা মেনে চলবে। গুদাম এবং অফিস কক্ষের ভাড়া চুক্তির বিষয়ে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো মতানৈক্য হলে সেক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(১৯) দ্বিতীয় পক্ষের লোকজনের অসাবধানতা, অযত্ন, অবহেলা, দায়িত্বহীনতা এবং দাঙা-হাঙ্গামার কারণে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক সর্ট-সার্কিট বা অন্য কোনো কারণে ফ্লোর এবং ভবনের কোনো অনিষ্ট বা ক্ষতি সাধিত হলে ভাড়া গ্রহণকারী বা দ্বিতীয় পক্ষ দায়ী হবে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে। তবে সাধারণ ব্যবহার, ভূমিকম্প ঝড় ও অন্যান্য দৈব-দুর্ঘটনার কারণে কোনো ক্ষতি হলে ভাড়া গ্রহণকারী বা দ্বিতীয় পক্ষ দায়ী হবেন না।

(২০) ভাড়াকৃত গুদাম এবং অফিস কক্ষ অথবা ভবনের জন্য ক্ষতিকর অতিরিক্ত ওজন বিশিষ্ট বা মাত্রাতিরিক্ত শব্দ দূষণ সৃষ্টিকারী কোনো মেশিন দ্বিতীয় পক্ষ স্থাপন করতে পারবে না।

(২১) দ্বিতীয় পক্ষের চুক্তির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হবার আগে চুক্তি বাতিল করতে চাইলে ০৩(তিন) মাস আগে প্রথম পক্ষ লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করতে হবে অথবা ০৩(তিন) মাসের ভাড়া অগ্রিম প্রদানপূর্বক চুক্তির অবসান ঘটাতে হবে।

(২২) এই চুক্তিপত্রের যে কোনো শর্ত প্রয়োজনে প্রথম পক্ষ পরিবর্তন, সংশোধন বা নতুন যুক্তিসংগত শর্তাবলী সংযোজন করতে পারবে। চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

(২৩) দ্বিতীয় পক্ষ ভাড়াকৃত গুদাম এবং অফিস কক্ষ বন্ধক রেখে কোন ব্যাংক অথবা করপোরেশন অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন না।

(২৪) যে কোনো দিন যে কোন সময়ে প্রথম পক্ষ অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধি ভাড়াকৃত গুদাম এবং অফিস কক্ষ পরিদর্শন করতে পারবে।

(২৫) প্রথম পক্ষ বরাদ্দপ্রাপ্ত গুদামের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় পক্ষ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গুদামের নিরাপত্তার জন্য নিজ খরচে নিজস্ব সিকিউরিটি গার্ড, ক্লিনার ইত্যাদি নিয়োগ দিতে পারবে।

(২৬) এই চুক্তিপত্র দলিল উভয় পক্ষের স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী ও আইনগতভাবে বৈধ প্রতিনিধিগণের উপর কার্যকর বলে গণ্য হবে।

(২৭) গুদামে রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ, হ্যান্ডলিং, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে 'বিএসইসি এর রাসায়নিক গুদামে রাসায়নিক সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং ভাড়া প্রদান নীতিমালা-২০২৫' এর অনুচ্ছেদ ৫.২ থেকে ৭ পর্যন্ত নির্দেশনাসমূহ এই চুক্তিনামার অংশ হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রথম পক্ষ তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবেন।

(২৯) নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক কারণে কর্তৃপক্ষ/প্রথম পক্ষ যে কোন সময় ভাড়া চুক্তি বাতিল করে গুদাম ও অফিস কক্ষের দখল গ্রহণ করতে পারবে:

(ক) সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং রাসায়নিক গুদামের জন্য অনুমোদিত SOP (Standard Operating Procedure) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে রাসায়নিক সামগ্রী সংরক্ষণ এবং হ্যান্ডলিং না করলে;

(খ) ৩ (তিন) মাসের মাসের বেশি সময়ের ভাড়া বকেয়া থাকলে;

(গ) নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী অমান্য করলে;

(ঘ) রাসায়নিক মালামাল হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত নির্দেশনার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে এবং অনিরাপদভাবে রাসায়নিক মালামাল সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং করলে;

(ঙ) ২ (দুই) মাসের বেশি সময়ের বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি বকেয়া পড়লে;

(চ) গুদাম বা অফিস কক্ষ বা এর অংশ বিশেষ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে সাবলেট দিলে বা অংশীদার নিয়োগ করলে বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করলে;

(জ) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে এবং

(ঝ) কোন আইনশৃংখলা বিরোধী কার্যকলাপ করলে।

(৩০) প্রথম পক্ষ কর্তৃক ২৯ নং শর্তের আওতায় চুক্তি বাতিল করা হলে দ্বিতীয় পক্ষকে অনুর্ধ্ব ১ (এক) মাসের মধ্যে গুদাম ও অফিস কক্ষের দখল হস্তান্তরের জন্য নোটিশ প্রদান করা হবে এবং দ্বিতীয় পক্ষকে উক্ত ১ (এক) মাসের মধ্যে গুদাম ও অফিস কক্ষ খালি করে দখল হস্তান্তর করতে হবে। দ্বিতীয় পক্ষ স্বেচ্ছায় এ সময়ের মধ্যে দখল হস্তান্তর না করলে প্রথম পক্ষ ভিতরে রক্ষিত মালামাল অন্যত্র অপসারণ করে গুদামটি অন্য কাউকে ভাড়া প্রদান করতে পারবে। পরবর্তীতে জব্দকৃত মালামালসমূহ বিএসইসি কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে বিক্রয়পূর্বক প্রাপ্ত অর্থ বকেয়া ভাড়া হতে সমন্বয় করা যাবে।

(৩১) অনুচ্ছেদ নং-৩০ অনুযায়ী প্রথম পক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ বাতিলের নোটিশ প্রদান করা হলে দ্বিতীয় পক্ষ নোটিশ গ্রহণের পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএসইসি বরাবরে আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে। এরূপ কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে চেয়ারম্যান/মনোনীত প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের শুনানি গ্রহণ করে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

(৩২) প্রথম পক্ষ প্রয়োজনে সন্দেহজনক যে কোন রাসায়নিক পদার্থ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে পরীক্ষা করাতে পারবে এবং উক্ত পরীক্ষার ফি দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করতে হবে।

(৩৩) এই নীতিমালায় যাই থাকুক না কেন শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

তফশিল

বিএসইসি এর রাসায়নিক গুদাম, টঙ্গী, গাজীপুর এর ১ম প্যাকেজের ০৮(আট) টি গুদামের প্রথম ০৪টি (০১ নং হতে ০৪ নং গুদাম) প্রতিটির অফিস ও কমন স্পেসসহ আয়তন **৩,৪১০** বর্গফুট এবং অবশিষ্ট ০৪টি (০৫ নং হতে ০৮ নং গুদাম) প্রতিটির অফিস ব্যতীত কমন স্পেসসহ আয়তন **৩,১২৫** বর্গফুট। ২য় প্যাকেজের ৪৬ (ছেচল্লিশ) টি গুদামের প্রথম ৩৪টি (০৯ নং হতে ৪২ নং গুদাম) প্রতিটির অফিস ও কমন স্পেসসহ আয়তন **২,১৭০** বর্গফুট এবং অবশিষ্ট ১২টি (৪৩ নং হতে ৫৪ নং গুদাম) প্রতিটির অফিস ব্যতীত কমন স্পেসসহ আয়তন **২,০৭২** বর্গফুট। এই চুক্তিনামার আওতায় ------------------ খ্রি. হতে ------------------- খ্রি. পর্যন্ত ২ (দুই) বছরের জন্য গুদামের প্রতি বর্গফুট ----------/-(কথায়: --------------------) টাকা মাসিক হারে মোট----------/- (কথায়: ------------ ------------------------------) টাকা ভাড়া ধার্য করে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষকে ভাড়া প্রদান করা হলো। ভাড়ার উপর সরকার নির্ধারিত মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ভাড়ার অতিরিক্ত হিসেবে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রদেয় হবে। এতদ্বার্থে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সুস্থ শরীর ও মনে অন্যের কোনো প্ররোচনা ব্যতিরেকে অত্র চুক্তিপত্রের যাবতীয় বর্ণনা ও শর্তাবলী পড়ে-বুঝে এবং এর মর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের সম্মুখে অদ্য ------------------- খ্রি. তারিখ মোতাবেক ------------------- বাং. তারিখে নিজ নিজ নাম সহি সম্পাদনের মাধ্যমে অত্র চুক্তিনামা সম্পাদিত হলো।

প্রথম পক্ষ

দ্বিতীয় পক্ষ

সাক্ষীগণ

প্রথম পক্ষ

১।

২।

৩।

দ্বিতীয় পক্ষ

১।

২।

৩।

পরিশিষ্ট-২

ভাড়ার আবেদন ফরম

বরাবর
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
রাসায়নিক গুদাম, টংগী গাজীপুর।

বিষয়ঃ **রাসায়নিক গুদাম ও অফিস কক্ষ ভাড়া নেয়ার আবেদন**।

মহোদয়,

আমি/আমরা/আমার প্রতিষ্ঠান গাজীপুরের টঙ্গীস্থ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর ------ টি রাসায়নিক গুদাম ও -------- অফিস কক্ষ ভাড়া গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করছি:

ক্রমিক নং	বিষয়	আবেদনকারীর তথ্য	প্রয়োজনীয় সংযুক্তি
১	আবেদনকারীরর নাম		
	পিতার নাম		
	মাতার নাম		
	জাতীয় পরিচয় পত্র নং		কপি সংযুক্ত করতে হবে
	জন্ম নিবন্ধন নং (যদি থাকে)		কপি সংযুক্ত করতে হবে
	বর্তমান ঠিকানা :		
	স্থায়ী ঠিকানা :		
	মোবাইল নম্বর		
	ই-মেইল নম্বর (যদি থাকে)		
২	আবেদনকারীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম		প্রথম ও হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের কপি সংযুক্ত করতে হবে।
	বর্তমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা		
	ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও প্রথম ইস্যুর তারিখ		
	সর্বশেষ নবায়নের তারিখ		
	মেয়াদ উত্তীর্ণর তারিখ		
৩	গুদামে কি কি রাসায়নিক দ্রব্য রাখবেন তার নাম :		MSDS শিট সংযুক্ত করতে হবে।
৪	রসায়নিক সামগ্রীর জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তর বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ অনুমতিপত্রের নম্বর ও তারিখ		প্রথম অনুমতিপত্রের কপি এবং সর্বশেষ নবায়নের কপি সংযুক্ত করুন।
	সর্বশেষ নবায়নের তারিখ		
	মেয়াদ শেষ হবার তারিখ		
৫	আবেদনকারী কোন ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য হলে সমিতির নাম ও সদস্য নম্বর		সমিতির হালনাগাদ সদস্য সনদ সংযুক্ত করুন।

৬	আবেদনকারী/আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের করদাতা পরিচিতি নম্বর (ইটিআইএন)		আরকর বিভাগের সনদপত্র সংযুক্ত করুন
	সর্বশেষ অর্থবছরের পরিশোধিত আয়কর বিবরণী		সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের রশিদ সংযুক্ত করুন।
৭	আবেদনকারী/আবেদনকারী ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর		ভ্যাট কর্তৃপক্ষের সনদপত্র সংযুক্ত করুন।
	বিগত ৩ অর্থবছরের পরিশোধিত VAT এর বিবরণ		
৮	আবেদনকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিগত ৩ বছরের বার্ষিক টার্নওভার		

আমি/আমরা/আমার প্রতিষ্ঠান বিএসইসি এর 'রাসায়নিক গুদামে রাসায়নিক সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং ভাড়া প্রদান নীতিমালা-২০২৫' এবং উক্ত নীতিমালায় সংযোজিত ভাড়া চুক্তিপত্র পড়ে দেখেছি। আমি/আমরা/আমার প্রতিষ্ঠানকে গুদাম ও অফিস কক্ষ ভাড়া প্রদান করা হলে আমি/আমরা/আমার প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত নীতিমালা ও চুক্তিপত্রের সকল শর্ত মেনে চলবো। আবেদনের ছকে উল্লিখিত সকল তথ্য আমি/আমরা/আমার প্রতিষ্ঠান সত্য জেনে উপস্থাপন করছি। উল্লিখিত তথ্যে কোন বা অসত্যতা পাওয়া গেলে আবেদন বাতিলসহ যে কোন সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিতে বাধ্য থাকব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
নাম:
তারিখ:
প্রতিষ্ঠানের সিল

গুদামসমূহ ভাড়া প্রদানের জন্য নির্ধারিত এরিয়া

প্যাকেজ - ০১ (০১ নং হতে ০৮ নং গোডাউন)	
গোডাউন সংখ্যা	০৮টি
অফিস সংখ্যা	০৪টি
প্রথম ০৪টি (০১ নং হতে ০৪ নং) গোডাউনের প্রতিটির এরিয়া (অফিস সহ)	**৩,৪১০** বর্গফুট
অবশিষ্ট ০৪টি (০৫ নং হতে ০৮ নং) গোডাউনের প্রতিটির এরিয়া (অফিস ব্যতীত)	**৩,১২৫** বর্গফুট
প্যাকেজ - ০২ (০৯ নং হতে ৫৪ নং গোডাউন)	
গোডাউন সংখ্যা	৪৬ টি
অফিস সংখ্যা	৩৪ টি
প্রথম ৩৪টি (০৯ নং হতে ৪২ নং) গোডাউনের প্রতিটির এরিয়া (অফিস সহ)	**২,১৭০ বর্গফুট**
অবশিষ্ট ১২টি (৪৩ নং হতে ৫৪ নং) গোডাউনের প্রতিটির এরিয়া (অফিস ব্যতীত)	**২,০৭২ বর্গফুট**

(ড. মোঃ মনিরুজ্জামান)
রসায়নবিদ
ন্যাশনাল টিউবস লি.
সদস্য

(মোঃ মাসুদুল আলম)
রসায়নবিদ
রাসায়নিক গুদাম
টঙ্গী, গাজীপুর
সদস্য

(খন্দকার জহিরুল হক)
প্রকল্প পরিচালক
রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ প্রকল্প
সদস্য সচিব

(মোঃ আফরুজ্জামান শরীফ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক(সিএস এন্ড এস্টেট)
সচিব বিভাগ, বিএসইসি
সদস্য

(নিরুপম সিংহ)
সাবেক প্রধান প্রকৌশলী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
ন্যাশনাল টিউবস লি.
সদস্য

(মোঃ শাখাওয়াৎ হোসেন)
প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিএসইসি
সদস্য

(ড. মোঃ বেলাল হোসেন)
পরিচালক (উৎ: ও প্রকৌ:)
বিএসইসি
আহবায়ক